নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২১, পৃ. ৩১-৪৭
© ২০১৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বার্ধক্যের ধারণায়ন: একটি নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা

তাসলিমা আতিক*

Abstract: This paper argues that though 'old age' is a biological reality it is constructed too. Thus, the concept of 'old age' needs to be interpreted as discourse which is constructed by the socio-cultural context of an individual. In this article the concept of 'old age' has been reviewed from historical and anthropological perspective. Here it is seen that different international organizations conceptualize 'old age' and 'old people' through only the idea of biological age and the characteristics of old people are portrayed by 'infirmity', 'dependency', 'decline' etc. In Bangladesh different policies have different age limits to identify 'old age' and much of it describes old people as similar to 'infirm' which I found very much problematic because if 'old age' is seen only as a chronological age then other issues related with old age will disappear. This paper highlights on how individual experiences 'old age' in different context where place, time, position in a family is very important. Then an argument has been developed that 'old age' should not be seen only as the last stage of a life course rather it needs to be explored from different experiences of individuals in different contexts.

ভূমিকা

প্রবীণ (aged) বা বৃদ্ধ প্রত্যয়টি দ্বারা কেবল মাত্র একক ব্যক্তির জীবদ্দশাকেই বর্ণনা করা হয় না বরং তার একটি সামষ্টিক অভিব্যক্তি বিদ্যমান, অর্থাৎ এই প্রত্যয়টি দ্বারা জীবদ্দশার বিশেষ পর্যায়ে উপনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিদলকে নির্দেশ করা হয়। তবে, এই পরিচিতিবর্গ যে সব সময়ই একইভাবে বিদ্যমান ছিল তা নয়; এই প্রত্যয়কে ঘিরে নানা সময়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মকান্ড দেখা যায়। বার্ধক্য একটি জৈবিক বাস্তবতা তবে এটি নির্মাণের বিষয় যার মাধ্যমে প্রতিটি সমাজ বার্ধক্যকে নির্মাণ করে। কাদের বৃদ্ধ বলা হবে সেটি খোঁজা এবং সনাক্ত করার জন্য কোন নির্দিষ্ট পন্থা নেই। পশ্চিমা দেশের ক্ষেত্রে সমায়ানুক্রমিক বয়স (chronological age) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এক্ষেত্রে ৬৫ বছর বয়স যা কিনা অবসর গ্রহণের বয়স তাদের বৃদ্ধ বয়সের শুরু হিসেবে ধরা হয়, এশিয়া এবং প্যাসিফিক এলাকায় সাধারণত ৬০ বছরকে পরিসংখ্যানগতভাবে বৃদ্ধ বয়স হিসেবে ধরা হয় (Rahman 2003)। সে যাই হোক, প্রবীণ / বৃদ্ধকে পশ্চিমা দেশগুলোতে নানাভাবে আখ্যায়িত করা হয় উদাহরণস্বরূপ

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইমেইল: taslimaatique@yahoo.com

'older person', 'elders' 'old age pensioners' অথবা 'senior citizen'। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের যেভাবে অভিহিত করা হয় তা হলো- বুড়োবুড়ি, মুরুব্বী প্রভৃতি। সংস্কৃতিভেদে বার্ধক্যকে বুঝবার ধরনও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন- আমেরিকান সমাজে সাংস্কৃতিকভাবে মনে করা হয় যে, শেষ জীবনের মূল সমস্যা হল বার্ধক্য আর সাংস্কৃতিকভাবে একে একটি 'রোগ' হিসেবে ("As a kind of disease") দেখা হয় (Sankar 1984:251 উদ্ধৃত Rubinstein 1990)। অন্যদিকে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় অসমতা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, শারীরিক অক্ষমতা, সম্পদহীনতা এবং বিপত্নীক কিংবা, বিধবা এ সব বৃদ্ধবয়সের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (US Department of Census 1996)। তাই, বার্ধক্য সংক্রান্ত যে কোন গবেষণায় সাংস্কৃতিক দিকসমূহকে বিবেচনায় রাখা একান্ত আবশ্যক। কেননা, একজন মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্ক ও ভূমিকারও বদল ঘটে (খালেক উদ্ধৃত রহমান ১৯৯৯), সংস্কৃতিভেদে এই ভূমিকাও বিভিন্ন হয় এবং তার ভিত্তিতেও বার্ধক্যকে বোঝা হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, সংস্কৃতি ভেদে বয়সের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ভিন্ন আর তাই বার্ধক্য বোঝার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রাখা জরুরী। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখেই আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের নিরীখে বার্ধক্যকে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, এই প্রবন্ধে আমি বার্ধক্যকে কিভাবে নির্মাণ করা হয়, অর্থাৎ বার্ধক্যকে ঘিরে যে নানা ধরনের বির্তক রয়েছে তা উপস্থাপন করেছি। পাশাপাশি, সমাজ-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বার্ধক্যকে যেভাবে ধারণায়ন করে এবং খোদ ব্যক্তি বার্ধক্যকে যেভাবে অনুধাবন করে সে সম্পর্কেও বিশদভাবে জানতে চেষ্টা করেছি এবং সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি।

বার্ধক্য সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন সদস্যদের ধারণা কি তা জানার জন্য মাঠ গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন বয়সের মানুষের সাথে কথা বলে এই প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে, ব্যক্তি মানুষজনকে একক হিসেবে বিবেচনা করে বার্ধক্যকে কীভাবে ধারণায়ণ করা হয় তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বৃদ্ধদের জীবন বাস্তবতাকে পাঠ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা শহরের মিরপুর-২, শ্যামলী, ধানমন্ডি এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন ব্যক্তিদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বলে রাখা ভাল আমার স্নাতকোত্তর অভিসন্দর্ভের অংশ হিসেবে ২০০৯-১০ সালে দীর্ঘ একবছর এই মাঠকর্মটি পরিচালনা করা হয়।

প্রবন্ধটিকে ভূমিকা ও উপসংহার বাদ দিয়ে চারটি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই বয়স বর্গের সাথে আধুনিকায়নের সম্পর্ক এবং এর মধ্য দিয়ে বার্ধক্যের (Old Age) ধারণার সূত্রপাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা বার্ধক্যকে কীভাবে নির্মাণ করা হয় তা আলোকপাত করা হয়েছে; পরবর্তী অংশে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র কর্তৃক বার্ধক্যের নির্মাণ এবং এক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরই সূত্র ধরে সর্বশেষে, বার্ধক্য সংক্রান্ত প্রচলিত ডিসকোর্স ও এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে বার্ধক্যকে কিভাবে ধারণায়ন করা হয় তা উপস্থাপন করার মাধ্যমে বার্ধক্য বা বয়স্ক হওয়া যে শুধুমাত্র জৈবিক কোন বিষয় নয় বরং এটি সাংস্কৃতিক মতাদর্শ এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট দ্বারা আকৃতি লাভ করে তা তুলে ধরা হয়েছে।

বয়সবর্গ এবং আধুনিকতা: বার্ধক্য ধারণায়নের সূত্রপাত

উনবিংশ শতকের শুরুর আগ পর্যন্ত বয়সবর্গ নিয়ে তেমন কোন লেখালেখি, গবেষণা কাজ, দেখা যায় না (Harven উদ্ধৃত F. Silva 2008) পরিচিতি নির্মাণের জন্য বয়স যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ তা নিয়ে আলাপচারিতা শুরু হয় মূলত উনবিংশ শতকেই এবং এ সময়েই বিভিন্ন বয়সবর্গ (age group) অনুসারে মানুষজনের যে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা, কার্যক্রম, আচার-ব্যবহার, জীবন-অভ্যাস সেগুলোকে চিহ্নিত করে তার উপযোগী আলাদা আলাদা পরিসর তৈরি করা হয়। আর এর মধ্যদিয়েই খুব সুনির্দিষ্টভাবে জীবন চক্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধারণায়নের জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয় (F.Silva 2008)।

তবে বয়সবর্গকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধারণায়নের ক্ষেত্রে বয়সবর্গ নির্মাণের সামাজিক ঐতিহাসিক কারণ ও প্রেক্ষাপটগুলো আড়ালে পড়ে যায় অর্থাৎ বয়সবর্গ কেবলমাত্র মানবজীবদ্দশার নানা পর্যায়ের ও তার সাপেক্ষে নির্ধারিত নানা ভূমিকা ও কর্মকান্ডের সমাহার নয় বরং এই পুরো বাস্তবতাই সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে নির্মিত ও পুনঃনির্মিত হয়। এ বিষয়ে Philippe Aries এর Centuries of childhood (1979) গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি যেখানে তিনি একটি নির্দিষ্ট বয়স বর্গের (শৈশবকাল) ঐতিহাসিক সামাজিক নির্মাণকে ব্যাখ্যা করেন। তার এই কাজের গুরুত্ব হল যে, তার অন্তদৃষ্টি বার্ধক্য, বৃদ্ধকাল ও বৃদ্ধ এই ধারণাগুলো যে সামাজিকভাবে নানা সময়ে নানাভাবে নির্মিত ও পুনঃনির্মিত হয় তাকে বুঝবার, দেখবার রাস্তা তৈরি করে দেয়। নৃবিজ্ঞানে বয়স্ক হওয়া কিংবা বার্ধক্য নিয়ে কাজ খুবই সমসাময়িক যদিও বয়স (age) নিয়ে কাজ করার দীর্ঘ ইতিহাস নৃবিজ্ঞানে রয়েছে (Fry উদ্ধৃত Rubinstein 1990)। ১৯৮০-এর দশকে নৃবিজ্ঞানে বার্ধক্য নিয়ে আলাপচারিতা ধীরে ধীরে স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে শুরু করে (Nydegger উদ্ধৃত Rubinstein 1990)। ১৯৯০-এর দশকে এসে এটি নতুন রূপ লাভ করে এবং এ সময় এর বিভিন্ন নামকরণ হয় যেমন- Comperative sociogerontology, ethnogerontology এবং The anthropology of ageing (Sololovsky উদ্ধৃত Rubinstein 1990)। এ সময়ই নৃবিজ্ঞানে এটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাঠামো পেতে শুরু করে।

বার্ধক্যকে জীবনের একটি স্বতন্ত্র ধাপ হিসেবে বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গি জোরারোপিত হতে দেখা যায় বিংশ শতকে যখন সমাজে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তন সংগঠিত হয়। এক্ষেত্রে দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো হলো ঃ

প্রথমত ঃ শরীরকে ঘিরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব

দ্বিতীয়ত ঃ অবসর ভাতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

বার্ধক্যকে একটি শারীরবৃত্তিয় দশা হিসেবে বিবেচনা করে একে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচ্য একটি বিষয় হিসেবে দেখার প্রবণতা অনেকের কাজে দেখা গেছে। শারীরবৃত্তিয় (Physiological) তত্ত্বে বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের এমন একটা পর্যায় যে পর্যায়ে পৌছানো সকল প্রাণীর জন্য অনিবার্য (Bond উদ্ধৃত Jason ও Biggs 2003)। আবার শরীর সম্পর্কিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন যে চিন্তা-চেতনা তাতে বার্ধক্য, দীর্ঘ জীবন, মৃত্যু ইত্যাদিকে আন্তঃসম্পর্কিত করে আলোচনা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে

বার্ধক্য সম্পর্কে বায়োমেডিকেল/ জৈবচিকিৎসাবিজ্ঞান এর ডিসকোর্স একটি দ্বৈত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এই ধরনের অবস্থান থেকে "bio-medical gerontology" একদিকে "বার্ধক্য"কে একটি "সার্বজনীন" সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করবার মধ্য দিয়ে এ সংক্রান্ত আলোচনা ও কর্মকান্ডে এর অংশগ্রহণ করবার বৈধতাকে নিশ্চিত করে আর অন্যদিকে, বার্ধক্যকে জৈবচিকিৎসাবিজ্ঞানের হস্তক্ষেপের (bio-medical intervention) মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব বলে দাবী করে (Biggs I Powell উদ্ধৃত Jason I Biggs 2003)। কৌশলগত জ্ঞানের এরূপ রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ফুকো অভিহিত করেছেন "সত্যের খেলা" ("Games of truth") হিসেবে (Foucault উদ্ধৃত Powel 2004)। বার্ধক্য সম্পর্কিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই জ্ঞান সমাজকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, কেননা এটি শুধুমাত্র বার্ধক্যের শারীরবৃত্তিয় দিককে নির্দেশ করে না বরং বার্ধক্য বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কিত ডিসকোর্সও তৈরি করে যার মাধ্যমে বার্ধক্যের একটি প্রতিরূপ (Image) আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। আর এই ডিসকোর্স ব্যক্তি নিজে যেমন আত্মস্থ করতে শেখে তেমনি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কল্যাণমূলক পলিসি তৈরিতেও তা আবার ভূমিকা রাখে।

বার্ধক্যকে যেভাবে ধারণায়ন করা হয় তার সাথে যে অবসরভাতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সম্পর্ক বিদ্যমান তা (Lenoir উদ্ধৃত F. Silva 2008) এর কাজে দেখা যায়। অবসর ভাতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সাথে সাথে প্রবীণ ব্যক্তিদের একটি স্বতন্ত্র দল হিসেবে বিবেচনা করার যে তাগিদ সৃষ্টি হয় তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে (Lenoir উদ্ধৃত F. Silva 2008) এর কাজে। তিনি বলেন, অবসর গ্রহণ, অবসরভাতা ইত্যাদি ধারনা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সমাজে কিছু নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। যেমন পেনশন ফান্ড, বৃদ্ধনিবাস ইত্যাদি।

অন্যদিকে Burgess (1966) তার কাজে অবসর গ্রহণের রেওয়াজ ও বয়সের ধারণায়নকে পরস্পর সম্পর্কিত করে এর সামাজিক কারণকে সামনে নিয়ে আসেন। অবসর গ্রহণের রেওয়াজ সম্পর্কে তিনি বলেন, মানুষের আয়ু গড়পড়তা বেড়ে যাওয়ার কারণে কর্মক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের রেওয়াজ চালু হয় আর এই রেওয়াজ, নিয়ম চালু হওয়ার পেছনে মুখ্যত কাজ করেছে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি। আগে যখন মানুষের আয়ুস্কাল কম ছিল তখন তুলনামূলক বয়স্ক মানুষের শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাজের কম বয়সী মানুষের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি হত কিন্তু শিল্প বিপ্লোবোত্তর পশ্চিমা সমাজে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় 'অবসর গ্রহণ' এর নিয়ম কর্মক্ষেত্রে প্রচলিত হয় যাকে Burgess (1966) 'সামাজিক মৃত্যু' হিসেবে অভিহিত করেন কারণ, পূর্বেকার "শারীরিক মৃত্যু"-র বাস্তবতার জায়গা নেয় "সামাজিক মৃত্যু", কারণ সমাজের নবীন সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্যই কর্মক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের নিয়ম চালু করা হয়। ১৮৯০ সালের দিকে কতক শিল্প কারখানার জন্য বৃদ্ধকর্মী না থাকা/না রাখাটাই আদর্শমান হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করে। ক্রমাগতভাবে কলকারখানা, এমনকি জুডিশিয়াল বেঞ্চ/আদালতের কার্যক্রম থেকেও প্রবীণদের অপসারিত/বিযুক্ত করাটাই চল হয়ে দাঁড়ায় (Schwar 1986)|

তাই বার্ধক্য ধারণার সূত্রপাতকে কিছু বিষয়ের জটিল সমাবেশজনিত ফলাফল হিসেবে দেখা সম্ভব এবং এই বিবেচনায় যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ন তা হল - চিকিৎসা শাস্ত্রীয় ও সামাজিক জ্ঞান, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি, এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ। অর্থাৎ একটি বয়সবর্গ

হিসেবে 'বার্ধক্য' ধারণার ভিত্তি মূলত চিকিৎসা শাস্ত্রে নিহিত যেখানে বয়স্ক শরীর (aged body) নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এর পাশাপাশি তা অবসরগ্রহণ ধারণার আবির্ভাবের সাথেও যুক্ত। ফলে, বার্ধক্যকে চিহ্নিত করতে হলে, বুঝতে হলে, সংজ্ঞায়িত করতে হলে এই ধারণাগুলি সম্পর্কে বোঝা জরুরী।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে বার্ধক্য ধারণায়নের সূত্রপাতের সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অবসর ভাতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের যোগসূত্রতা খুঁজেছেন অনেক তাত্ত্বিক। তবে বার্ধক্য নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখির ক্ষেত্রে বার্ধক্যের সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণের প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞান জোর দেয় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তির বৃদ্ধ হওয়ার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলে এবং তার যে অন্তর্জগৎ তাকে প্রাধান্য দেয় (Blythe and Myerhaff উদ্ধৃত Rubinstein 1990) । প্রবন্ধে এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে একজন মানুষের বয়স বৃদ্ধির যে জৈবিক ভিত্তি রয়েছে তা দেখার পাশাপাশি এর যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নির্মাণও বিদ্যমান তা তুলে ধরা হয়েছে। । এক্ষেত্রে আমার গবেষণায় উত্তর আধুনিক ধারার তাত্ত্বিক Lyotard (1984) এর Mini narratives ধারণাটিকে আমি গ্রহণ করেছি বার্ধক্য ধারণার বহুবিধতাকে বুঝতে । Mini narratives বা ক্ষুদ্র বয়ান আপেক্ষিকতা, স্থানিকতা, ভিন্নতা, সাময়িক অবস্থা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সত্যকে কোন একক বিষয় হিসেবে না দেখে খন্ড খন্ড সত্য অনুসন্ধানের কথা বলে। আমিও বার্ধক্য ধারণায়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত ডিসকোর্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, কোন সরলীকরণ কিংবা সাধারণীকরণ না করে বহুবিধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে বহুবিধ সত্য তৈরি হয় তা তুলে ধরেছি। ফলশ্রুতিতে বার্ধক্যকে শুধুমাত্র বয়সের ছাঁচে বিশ্লেষণ না কওে, সময় ও স্থানের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানভেদে এমনকি ব্যক্তিভেদে এর ধারণা কীভাবে বদলায় তা এই প্রবন্ধে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

বার্ধক্যের ধারণায়নে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা

জাতিসংঘ বার্ধক্যকে ঘিরে আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করে বিংশ শতকের সত্তরের দশকে। জাতিসংঘ ৬০ বছর এবং তদোর্ধ্ব বয়সকে প্রবীণ বয়স হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এক্ষেত্রে ১৯৯১ সালে প্রতি বছর ১লা অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক সভায় ১৯৯৯ সালকে "আন্তর্জাতিক প্রবীণবর্ষ" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালকে "International Year of Older Persons" হিসেবে ঘোষণা করে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষে জাতিসংঘের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা শ্লোগান ছিল "Towards a Society for All Ages" বা সকল বয়সীদের জন্য উপযোগী সমাজ গঠন করা।

উল্লেখ্য যে বিশ্বব্যাপী ৬০ বছর উর্ধ্ব জনসংখ্যা ২০০০ সালে গণনা করা হয়, যা ছিল ৬০৫ মিলিয়ন এবং এই সংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ ২ বিলিয়ন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে (US Department of commerce 2001) বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান এই বয়স্ক জনসংখ্যা এবং তাদের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণ বিধানের জন্য জাতিসংঘের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত। জাতিসংঘ বয়স্ক ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের জন্য সাহায্য ব্যবস্থার (Support System) বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা কওে, যেহেতু বয়স্ক ব্যক্তি কারও না কারও উপর নির্ভরশীল। জাতিসংঘের

ব্যাখ্যা অনুযায়ী বার্ধক্য হল বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান 'উদ্বেগজনক' একটি সামাজিক সমস্যা আর তাই বিশ্বকে এ ব্যাপারে আরো সচেতন হবার আহ্বান জানানো হয়।

জাতিসংঘ ছাড়াও নানা সংস্থা বার্ধক্য নিয়ে কাজ করছে এক্ষেত্রে বার্ধক্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে সংস্থাটি কাজ করছে তা হল "Help Age International"। এই সংস্থাটি বার্ধক্যের সংজ্ঞায়ণের ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণকে চিহ্নিত করে যেগুলো হলো- সাদাচুল, বলিরেখা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, অসুস্থতা, নির্ভরশীলতা, শারীরিক অক্ষমতা যা নিত্য দিনের কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, "Help Age International" বার্ধক্যকে কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য যা কিনা আবার মানুষকে নানাভাবে নির্ভরশীল করে তোলে তার আলোকে নির্মাণ করে। সংস্থাটি প্রবীণদের 'অবহেলিত' এবং 'মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত' ও 'সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন' একটি গোষ্ঠী হিসেবে নির্মাণ করে ("Help Age International" 2002)।

বার্ধক্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) যা ২০০২ সালে গৃহীত হয় সেখানে ব্যক্তিকে প্রবীণ বলে সংজ্ঞায়িত করা হয় ৬০ বছর ও তার উর্ধ্বের বয়সের সাপেক্ষে (Madrid in Help Age International 2007)। MIPAA এর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সকল বয়সের ব্যক্তিদের জন্য বসবাস যোগ্য একটি সমাজ গঠন করা। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংস্থাটি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার উপর জোরারোপ করে কাজ করছে। বিশেষত প্রবীণদের ক্ষেত্রে যাতে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ না হয় তা নিশ্চিত করাও তাদের কর্মকান্ডের অন্যতম একটি লক্ষ্য।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে জাতিসংঘ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে বার্ধক্যের নির্মাণে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ প্রথমতঃ বয়স এবং দ্বিতীয়তঃ বার্ধক্যকে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখবার প্রবণতা। কিন্তু বার্ধক্যকে এভাবে বয়সের ছাঁচে নির্মাণ করাকে আমি সমস্যাজনক মনে করি কেননা শুধুমাত্র বয়স বা বয়সানুসারে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বার্ধক্যকে নির্মাণ করলে বার্ধক্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আড়াল হয়ে যায়। তাছাড়া ব্যক্তিভেদে বার্ধক্যের অভিজ্ঞতাও ভিন্ন হয় কিন্তু বয়সের মাপকাঠিতে বার্ধক্যকে নির্ধারণ করলে সেই ভিন্নতাগুলোকে উন্মোচন করার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। একইভাবে বার্ধক্যকে যখন একটি উদ্বেগজন সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তখন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বার্ধক্যকে 'সমস্যা' হিসেবে দেখবার, মোকাবেলা করার বিষয়টি স্বাভাবিক হয়ে পড়ে এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে 'অবহেলিত', 'অসহায় গোষ্ঠী' হিসেবে মনে করার প্রবণতা তাদেরকে আরও বেশি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বলে আমার মনে হয়েছে। আর জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার যে উদ্যোগ তা ক্ষেত্রবিশেষে প্রবীণদের কর্মস্পৃহাকে নষ্ট করে তাদেরকে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমায়িত করে যেটি প্রশ্নসাপেক্ষ।

তাই আমি মনে করি বার্ধক্যকে বোঝার ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট এককে আবদ্ধ না থেকে প্রেক্ষিতভেদে/সমাজভেদে বার্ধ্যকের ধারণায়নকে বোঝা জরুরী, যে কারনে এই প্রবন্ধে রাষ্ট্র একে কিভাবে দেখছে, ব্যক্তি, তার পরিবার, পারিপার্শ্বিকতা তাকে কীভাবে দেখছে সেটি তুলে ধরা হয়েছে।

বার্ধক্যের ধারণায়নে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অবস্থান

বাংলাদেশ রাষ্ট্রকর্তৃক বার্ধক্য সংক্রান্ত ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন একক মানদন্ড এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে বার্ধক্যকে সংজ্ঞায়নের বেলায় অবসর গ্রহণের সময়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়, তবে অবসর গ্রহণের বয়সসীমার ক্ষেত্রেও পেশাভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- সরকারি চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে ৫৯ বছর বয়স, আবার বিচারপতিদের ৬৭, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ৬৫ বছর বয়সকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বয়সভেদে এবং লিঙ্গভেদে প্রবীণ জনগণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। যেমন- Bangladesh Bureaus of statistics (2003) ও Bangladesh Cencus (2001) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বয়সের ভিত্তিতে প্রবীণ ব্যক্তির শতকরা হার প্রতি দশকে বেড়েই চলেছে। অপরদিকে United Nation (2002) এবং World Population Ageing (1950-2050) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০০০ সাল পর্যন্ত পুরুষ ও নারী বৃদ্ধের মোট সংখ্যা সমান থাকলেও ভবিষ্যতে, অর্থাৎ, ২০৫০ সাল নাগাদ পুরুষ বৃদ্ধের তুলনায় নারী বৃদ্ধের সংখ্যা বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে যদিও বাংলাদেশ রাষ্ট্র নারী ও পুরুষ বৃদ্ধের জন্য আলাদা কোন নীতিমালা এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রবীণ ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান হারের পিছনের কারণকে অনেক গবেষক অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন- অনেক সময় একে মরণশীলতা হ্রাস ও আয়ুস্কাল বৃদ্ধি (Afzal 1992:126) এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাফল্য হিসেবে (রহমান, ১৯৯৬) ব্যাখ্যা করবার প্রবণতা দেখা যায়। পাশাপাশি প্রবীণ ব্যক্তির এই সংখ্যা বৃদ্ধিকে সমাজের জন্য একটি মারাত্মক 'সমস্যা' হিসেবে দেখেছেন কেউ কেউ এবং সেক্ষেত্রে তারা প্রবীণদের উল্লেখ করেছেন 'অনুৎপাদনশীল', 'চিন্তা-চেতনায় গোড়া', 'অসহায়' এবং 'সনাতনী' হিসেবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকর্তৃক প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য যে ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার সবই বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর 'প্রতিবন্ধী শাখা' থেকে পরিচালিত হয়। প্রবীণদের জন্য প্রায়োগিক পরিসরে রাষ্ট্রের এ ভূমিকাই প্রবীণ ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি কি রূপ তা তুলে ধরে, অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রবীণ বলতে 'অসহায়', 'নির্ভরশীল' এক গোষ্ঠীকে বুঝে থাকে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রবীণদের কল্যাণের স্বার্থে কিছু নীতিমালা তথা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে রাষ্ট্রকর্তৃক প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিচিতি কিভাবে পরিবেশিত হয় তা ফুটে উঠে।

বাংলাদেশ সংবিধানে দেশের সকল 'অসুবিধাগ্রস্থ' শ্রেণীকে সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হল- প্রবীণদের জন্য আলাদা কোন অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে না বলা হলেও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ)- তে বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য অথবা মাতৃপিতৃহীন সন্তানের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের কথা বলার পাশাপাশি বার্ধক্যজনিত কারণে 'অসহায়' অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশ সংবিধানে বার্ধক্যের কারণে ব্যক্তিকে অসহায় হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে একভাবে বার্ধক্য ও অসহায়ত্বকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রের প্রথম পরিকল্পনা দেখা যায় দেশের তৃতীয়-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৯-১৯৯০)-এ মূলত এই পরিকল্পনা "Viena International Plan of Aciton on

Ageing in 1982" এবং জাতিসংঘের "The World Ageing Situation, Strategies and Policies" দ্বারা প্রভাবিত (Mahmood, R.I I Islam A.B.M.S. 2000) কিন্তু, লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে 'অক্ষম', 'পঙ্গু', 'প্রতিবন্ধী' ইত্যাদি বিশেষণে উল্লেখ করা হয়। যার প্রমাণ মেলে দেশের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে প্রবীণ বা বৃদ্ধ কথাটির বিবরণে প্রবীণ ব্যক্তিকে "Old and Infirm" অর্থাৎ 'বৃদ্ধ ও অক্ষম' হিসেবে উল্লেখ করা হয় (FFYP; 1997-2000 " উদ্ধৃত Rahman 1999)। কিন্তু বাস্তবতা হল যে, বৃদ্ধ মানেই অক্ষম ও দূর্বল নয় তথাপি বৃদ্ধ ব্যক্তিরা রাষ্ট্র দ্বারা 'অক্ষম', 'দূর্বল' ও 'অসহায়' হিসেবেই স্বীকৃত হয়।

প্রবীণ ব্যক্তিদের পরিচিতি পরিবেশনে রাষ্ট্র যখন এ ধরনের অবস্থান নেয় তখন তা এই মানুষজনের সক্রিয়তাকে দেখবার রাস্তা খোলা রাখে না। কেননা, রাষ্ট্রের এ জাতীয় অবস্থানের ফলে প্রবীণদেরকে কিছু বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে মনে হয় যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেন প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত। তাছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক এ জাতীয় স্টেরিওটাইপিং এর মধ্য দিয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যকার যে ভিন্নতাগুলো রয়েছে তাকে আড়াল করে ফেলা হয় এবং তা প্রবীণ ব্যক্তিদের সমজাতীয় সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করে যা আমার কাছে সমস্যাজনক মনে হয়েছে। আমি মনে করি, প্রবীণ কোন সমজাতীয় সত্তা নয় আর তাই প্রবীণ ব্যক্তিকে তার অবস্থান, পরিসর, সময় ইত্যাদির সাপেক্ষে বোঝা জরুরী এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা দরকার।

আগেও উল্লেক করেছি, অবসর গ্রহণের জন্য বর্তমানে সময়ে সরকারী চাকুরেদেও জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৯ বছরকে যদিও কিছু প্রতিষ্ঠানে যেমন বিচার বিভাগে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, অবসরের জন্য ৫৯ বছর বয়স নির্ধারণ কিংবা অবসরভাতার নিয়ম সবসময় এক ছিল না, বরং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯১ এবং ১৯৯৪ সালে বিভিন্ন পর্যায়ে অবসরভাতার নীতিমালা পরিবর্তিত হয়েছে (Mohiuddin. M. and Islam. M. N. উদ্ধৃত আল-ফারুক ১৯৯৪))। এ সকল পরিবর্তনে অবসর ভাতার পরিমাণ, পদ্ধতি এবং অন্যান্য আইনী ইস্যুতে পরিবর্তন আনা হয় (Rahman & Parkeen উদ্ধৃত Abedin 1999)।

অধুনা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অবসর ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও এই প্রবণতা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রের তরফ থেকে অবসরভাতার দাবিদার হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট বয়সবর্গের মানুষ। এক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে প্রশ্নায়িত করা যেতে পারে তা হল অবসরভাতার এই নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধ/প্রবীণ ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় তখন অবসরভাতা ও সুবিধাবিহীন কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরীবিহীন মানুষজনকে কীভাবে বৃদ্ধ/প্রবীণ বলে সংজ্ঞায়ন করা হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় নেই। অর্থাৎ, অবসর ভাতা প্রাপ্তির বয়সকে যখন প্রবীণ সংজ্ঞায়নের মানদন্ড ধরে নেয়া হয় তখন প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন উঠে যে, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক কি অবসর ভাতা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন ? যদি না পারেন তাহলে রাষ্ট্রীয় এই ব্যবস্থাটি প্রশ্নের উর্ধ্বে রাখা উচিৎ নয়।

বয়স্কভাতা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি কল্যাণমূলক কার্যক্রম। বাংলাদেশের 'দুর্দশাগ্রস্থ', 'অবহেলিত', 'আর্থিক দৈন্য জর্জরিত' বয়স্ক জনগোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এনে পৃথিবীর অপরাপর কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশের সরকারও প্রবীণদের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। ১৯৯৮ সালের ৩১শে মে সর্বপ্রথম বয়স্কভাতা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এক্ষেত্রে বয়স্কভাতা দানের নীতিমালায় ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্বে বয়সীদের প্রবীণ/বৃদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৫)। এখানে লক্ষ্যণীয় যে বয়স্কভাতা প্রদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচনে সর্বনিম্ন বয়স ৬৫ বছর নির্ধারিত থাকলেও শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষমতাহীন ব্যক্তি যার বার্ষিক গড় আয় অনুর্ধ্ব তিন হাজার এবং যিনি ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বয়স্ক ব্যক্তি তাকে ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। (GoB, 2007, Poverty Alleviation, Human Resource Development and Ministry of Social Welfare, P-75)। খেয়াল করবার বিষয় হলো যে, এক্ষেত্রে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচীর জন্য একটি বয়সকে মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বাস্তবতা হল এই যে, ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা, শারীরিক অবস্থা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশে বার্ধক্যায়ন সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালার দাবী দীর্ঘদিনের। ২০০৬ সালে MIPAA এর নীতিমালার সহায়তায় এই নীতিমালা প্রণীত হয় এবং ২০০৭ সালে এটি মন্ত্রীপরিষদে অনুমোদিত হয় (Country Report of Bangladesh 2007)। এই নীতিমালায় ৬০ বছর এবং এর উর্ধ্বের বয়সী জনগণকে 'বয়স্ক নাগরিক' (Elderly Citizen) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

রাষ্ট্রীয় এ সকল নীতিমালাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রবীণদের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বিদ্যমান কেননা অবসর গ্রহণ ও অবসর প্রাপ্তির জন্য যেখানে ৫৯ বছর বয়সকে প্রবীণ পরিচিতির মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেখানে বয়স্কভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর, আবার প্রবীণদের জন্য প্রণীত জাতীয় নীতিমালায় ৬০ বছরকে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, খোদ রাষ্ট্রই বার্ধক্যকে সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বয়সকে নির্ধারণ করে নাই। অপর দিকে, প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে একটি 'অসহায়' দল হিসেবে বিবেচনা করে যখন তাদের অসহায়ত্বকে রোধ করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা বলা হয় তখন তা আবার প্রবীণদের একটি নির্দিষ্ট প্রতিরূপে বেঁধে ফেলে। কিন্তু প্রবীণদের এভাবে দেখবার কোন অবকাশ নেই কেননা ব্যক্তিভেদে অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয়।

বার্ধক্য ধারণায়নে প্রচলিত ডিসকোর্স ও এথনোগ্রাফিক তথ্য

ভাষাগত দিক থেকে কোন সাধারণ শব্দ নাই যা দ্বারা বার্ধক্যকে নির্ধারণ করা যায় তবে বার্ধক্যের যৌক্তিক ও দৃশ্যমান একটি ভিত্তি রয়েছে (Hazan 1994)। বার্ধক্য সম্পর্কে সমাজে বিভিন্ন ধরনের ডিসকোর্স রয়েছে এবং একে ডিসকোর্সের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় (Kuper উদ্ধৃত Blaikie 1999) কেননা ডিসকোর্স হচ্ছে এমন সামাজিক নির্মাণ যা কিছু কৌশল ও সীমানা তৈরী করে যার মধ্য দিয়ে পরিচিতিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (Blaikie 1999)।

বার্ধক্যকে ঘিরে যে সামাজিক ডিসকোর্স রয়েছে তাতে কিছু নৈতিকতা এবং বাস্তব চাহিদার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, বার্ধক্য সম্পর্কিত আলোচনা উঠলে কিছু প্রসঙ্গ সামনে চলে আসে যেমন- পরিচালনা করা, দেখাশোনা করা, সেবা-যত্ন করা ইত্যাদি এবং এর মাধ্যমে স্থান ও সময়ের প্রেক্ষিতে বার্ধক্যকে একটি হুমকী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে কেননা বার্ধক্য আসলেই ব্যক্তিকে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়, তাকে অন্য কারো সহযোগিতায় পরিচালিত হতে হয় (Hazan 1994)। প্রবীণ ব্যক্তি ও বার্ধক্যকে ঘিরে যে প্রচলিত ডিসকোর্সগুলো রয়েছে তাতে বার্ধক্যকে অক্ষমতা (infirmity), বিস্মৃতি (forgetfulness), এবং আংশিক জড়তা (semi-idiocy) দ্বারা চিত্রায়িত করা হয় (Blaikie 1999)। তাছাড়া বার্ধক্যকে একটি সমস্যা ও হুমকী হিসেবে বিবেচনা করে এর থেকে সমাধানের কথা বলা হয়, কিন্তু Hazan (1994) মনে করেন এই সমাধান বার্ধক্যের সমস্যার সমাধান নয় বরং বার্ধক্য বা প্রবীণ ব্যক্তি যাদের জন্য বোঝাস্বরূপ এটি তাদের জন্য সমাধান।

সে যাই হোক, এই প্রবন্ধে সমাজের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বার্ধক্যকে কিভাবে ধারণায়ন করে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সমাজে বার্ধক্য ও প্রবীণ ব্যক্তিদের ঘিরে যে ডিসকোর্সগুলো প্রচলিত রয়েছে তার স্বরূপ উন্মোচন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কিছু ডিসকোর্স তুলে ধরা হলো:-

"বার্ধক্য হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা"

অনেক ব্যক্তিরই একটি সাধারণ অভিব্যক্তি, বার্ধক্য হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। এক্ষেত্রে আমার এক উত্তরদাতা (৩০) বলেন-

> আমরা দীর্ঘ জীবন কামনা করি ঠিকই কিন্তু বয়স্ক হতে চাই না কারণ বয়স্ক হলেই অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। আর নির্ভরশীল হতে কেউই চায় না। তাছাড়া বয়স্ক হলেই দেখা যায় সমাজে মানুষ অবহেলিত আর অনাকাঙ্খিত হয়ে যায়। ফলে আমার কাছে মনে হয় এটি একটি সামাজিক সমস্যা কেননা পরিবার ও সমাজ উভয়ের দৃষ্টিতেই বার্ধক্য একটি সমস্যার নাম।

অর্থাৎ, অপেক্ষাকৃত বয়সে নবীন ব্যক্তিরা বার্ধক্যকে একটি সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে। Help Age International (1999) ও তাদের একটি গবেষণায় দেখান তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা বার্ধক্যকে সাদরে গ্রহণ করতে চায় না এবং প্রবীণ ব্যক্তির প্রতি সমাজ ও পরিবারের আচরণও পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ প্রবীণ ব্যক্তিরা এখন সমাজে সম্মানিত হন কম বরং অবহেলিত হন বেশি। Phillipson (উদ্ধৃত Jason ও Biggs 2003) তার কাজে দেখান যে জৈবচিকিৎসাবিজ্ঞানে বয়স্ক হওয়া বা বার্ধক্যকে একটি প্যাথলজিক্যাল "সমস্যা" হিসেবে কিছু ডিসকোর্সের সাথে একীভূত করে দেখা হয়, যেমন- ক্ষয়প্রাপ্তি (decline), নির্ভরশীলতা (dependency), ক্ষয় (decay), অস্বাভাবিকতা (Abnormality) এবং অবনতি (deterioration)। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও বার্ধক্য ধারণার সাথে একভাবে জোর করে 'সমস্যা' ডিসকোর্সটি যুক্ত করা হয় (Biggs I Powell 2001, Powell 2002 উদ্ধৃত Jason ও Biggs 2003) যে কারণে মানুষের চর্চার মধ্যে অর্থাৎ ব্যক্তি তার বয়স্ক হওয়ার অভিজ্ঞতায়

বয়স্ক হওয়াকে সমস্যার সমার্থক হিসেবে আত্মস্থ করা শুরু করে। তথ্যদাতাদের বক্তব্য থেকেও এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

"বার্ধক্য হচ্ছে দেহ ও মনের ক্ষমতার অবনতি"

আমার উত্তরদাতাদের অনেকেই মনে করেন বার্ধক্যে ব্যক্তির দেহ ও মনের যে ক্ষমতা থাকে তার অবনতি ঘটে। এক্ষেত্রে দেহ ও মনের ক্ষমতার অবনতি বলতে তারা বুঝিয়েছেন ব্যক্তি যখন তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করতে পারে না, কাজ করতে অক্ষম হয়, একজন ব্যক্তি যখন তার নিজস্ব সম্পত্তি, মূলধন এবং অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় তখনই তার দেহ ও মন উভয়ের ক্ষমতার অবনতি ঘটে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের বক্তব্য হল কোন ব্যক্তি যখন প্রবীণ হয় তখন সামর্থ্য থাকলেও পরিবারে তার কর্তৃত্ব কমে যায় কেননা সেই কর্তৃত্ব তখন তার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ন্যস্ত হয় ফলে পরিবারে তার আগের অবস্থান থাকে না। Achenbaum (1978) তার কাজে বলেন যে, 1865-1914 সালের মধ্যবর্তী সময়কালে বৃদ্ধ বয়স এবং এই বয়সের নানাবিধ সমস্যাকে যেভাবে তুলে ধরা হতে থাকে তাতে করে বার্ধক্যকে ঘিরে ক্রমাগত ভীতিকর মনোভাব বাড়তে থাকে। ক্রমঅগ্রসরমান চিকিৎসাবিজ্ঞান যখন স্বাভাবিক বার্ধক্য আর বার্ধক্যজনিত 'সমস্যা'র নামে অস্বাভাবিক/অসুস্থজনিতদূর্বলতা/বৈকল্যকে (Pathological Infirmity) সমার্থক করে ফেলতে শুরু করে তখন থেকে সমাজে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধব্যক্তিদের দেখবার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যেতে শুরু করে। এক্ষেত্রে একজন শ্রমিক/কর্মী বৃদ্ধ হবার মানেই হয়ে দাঁড়ায় যে, সে যত বৃদ্ধ হবে ততটাই সে অসুস্থ হবে। এভাবে, ব্যক্তির কর্মক্ষমতাকে তার সামর্থ্যের সাপেক্ষে বিচার না করে বয়সের সাপেক্ষে বিচার করার প্রবণতা তৈরি হয়। তাছাড়া আমার উত্তরদাতাদেরও ভাষ্য হচ্ছে প্রবীণ ব্যক্তিরা যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে পরিবারে অবদান রাখতে পারে না ফলে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে, কাজে তাদের মতামত গুরুত্ব পায় না। আর এভাবেই একজন প্রবীণ ব্যক্তির দেহ ও মনের ক্ষমতার গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

"বার্ধক্য হল মৃত্যুর প্রস্তুতি'

মৃত্যু মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক অধ্যায় হলেও মাঠ তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় বার্ধক্যকে বেশিরভাগ তথ্যদাতাই মৃত্যুর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনা করে। যেমন একজন উত্তর দাতা (২৫) আমাকে বলেন-

> আমি যে কোন সময়ই মৃত্যুবরণ করতে পারি কিন্তু এখন এই সময়ে আমার মধ্যে মৃত্যু ভয় কাজ করে না কিন্তু আমি জানি একটা নির্দিষ্ট বয়স পার হওয়ার পর অর্থাৎ আমি যখন বুড়ো হব তখন আমার মধ্যে মৃত্যুভয় কাজ করবে আর এটাই স্বাভাবিক।

"প্রবীণ হচ্ছেন তারা যারা পুরাতনকে আকড়ে ধরে বাঁচতে চায় "

এটি সেই সকল তথ্যদাতার অভিব্যক্তি যাদের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে এবং যারা নিজেদেরকে নবীন বলে দাবী করেন। তাদের মতে প্রবীণ ব্যক্তি হচ্ছে সেই মানুষ যার পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার মত সাহস নাই, যিনি নতুন কিছু তৈরি করতে অক্ষম এবং যিনি সবসময় অতীতের মাঝে তার জীবনের অর্থ খোঁজে ও বর্তমানের প্রতি যার আগ্রহ কম। তাদের মতে প্রবীণ ব্যক্তিরা হচ্ছেন রক্ষণশীল এবং তাদের এই

মনোভাবের কারণেই তারা নতুনকে সাদরে গ্রহণ করতে পারে না এবং সবার কাছে অনাকাঙ্খিত হয়ে উঠে। তাদের মতে এক্ষেত্রে বয়স গুরুত্বপূর্ন নয় গুরুত্বপূর্ন হলো মনোভাব।

বার্ধক্য ধারণায়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত ডিসকোর্সগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে আর তা হলো সমাজে বার্ধক্যের একটি ঋণাত্মক পরিচয় প্রচলিত, যেখানে বার্ধক্যকে সমস্যা, পুরাতন, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি প্রপঞ্চের সাথে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে (Zusman উদ্ধৃত সাহা ২০০২) এর সামাজিক বিযুক্তি মডেলটি প্রাসঙ্গিক কেননা এই মডেলে দেখানো হয়েছে কিভাবে সমাজ প্রবীণদের ঋণাত্মক পরিচিতি নির্মাণ করে এবং এর ফলে এক সময় প্রবীণরা এ পরিচয়কে ধারণ করে নিজেদেরকে অসমর্থ মনে করে। এ পর্যায়ে আমি আরও কিছু উত্তরদাতার বক্তব্য তুলে ধরছি যার মাধ্যমে বার্ধক্য ধারণাটি কিভাবে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আদল পায় সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

"যেদিন থেকে অবসর গ্রহণ করলাম সেদিন থেকে শুরু হলো আমার বার্ধক্য"

এটি সেই তথ্যদাতার অভিব্যক্তি যিনি কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে যতদিন তিনি উপার্জনক্ষম ছিলেন ততদিন তাঁর বয়স কত হলো তা কারও কাছে কোন বিশেষ বিবেচনার বিষয় ছিল না। কিন্তু যেদিন তিনি অবসর গ্রহণ করলেন অর্থাৎ আগের মত আর রোজগেরে নন বরং অবসরভাতাভুক্ত হলেন সেদিন থেকে তিনি পরিবার ও সমাজের কাছে বৃদ্ধ হলেন, শুরু হলো তার বার্ধক্যের জীবন।

তথ্যদাতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অবসর গ্রহণ এবং অবসরভাতা এ বিষয়গুলোর সাথে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ আছে বলে আমি মনে করি। কেননা পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য সুস্থ, কর্মক্ষম শরীর ছিল একটা বড় প্রয়োজন। অসুস্থ, কর্ম-অক্ষম, অনুৎপাদনশীল একটা শরীরকে বার্ধক্য ও বৃদ্ধের সমার্থক করে দেখবার ধারনার সাথে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বাস্তবতার যোগাযোগ আছে। এক্ষেত্রে (Phillipson in Jason, P & Biggs, S 2003) এর আলোচনা প্রাসঙ্গিক কেননা তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেন যে, শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের বিকাশ বয়স গণনার সুনির্দিষ্ট চর্চাকে আরও পাকাপোক্ত করে তোলে। শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশে প্রয়োজন ছিল সবল, সুস্থ তরুণ মানুষজনের যারা কঠোর পরিশ্রম করতে পারবে; সহজে অসুস্থ হবে না।

"বার্ধক্য হল জীবনের শেষ স্তর"

এই অভিব্যক্তিটি একজন বিধবা মহিলার(৫৫)। তিনি বলেন বার্ধক্য হল এমন সময় যখন শরীর ও মন আর পূর্বের মত কাজ করে না। তাছাড়া সমাজও জীবনের এই পর্যায়টিকে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন চোখে দেখে অর্থাৎ বয়স্ক হলেই সমাজের কিছু আরোপিত নিয়ম অনুযায়ী নারী-পুরুষকে চলতে হয় অর্থাৎ একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি চাইলেই তার মনের মত চলতে পারে না আর সে যদি বিধবা হয় তাহলে তো আরও পারে না। যেমন তিনি বলেন

> *দুই বছর আগেও আমি বৃদ্ধ ছিলাম এবং এখনও আছি কিন্তু দুই বছর আগে আমার নিজস্ব জীবনের উপর আমার নিয়ন্ত্রন ছিল কারণ আমার স্বামী জীবিত ছিলেন এবং আমার আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল কিন্তু বর্তমানে*

আমার ছেলের উপর নির্ভরশীলতা ও বিধবা পরিচিতি আমাকে বার বার মনে করিয়ে দেয় আমি একজন প্রবীণ ব্যক্তি।

একজন ব্যক্তির উপর বার্ধক্যায়নের প্রভাবের মাত্রা নির্ভর করে সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত ব্যক্তির লিঙ্গীয় অবস্থানের উপর (Counts & Counts 1985: 7 in Knodel, J and Debavalaya, N 1997) এক্ষেত্রে উপরিউক্ত কেইসটি বিশ্লেষন করলেও দেখা যায় উত্তরদাতার বিধবা পরিচিতি, আর্থিক অবস্থান তার বার্ধক্য ধারণায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তাই জীবনের শেষ স্তরে ব্যক্তির অবস্থান, পারিবারিক-সামাজিক বন্ধন, আর্থিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয় বার্ধক্য ধারণায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

"বার্ধক্য বা বয়স্ক হওয়া হল জীবনের একটি ধাপ বা পর্যায়"

এই মন্তব্যটি করেন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫৫ উর্ধ্ব একজন সফল নারী । তার মতে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে বয়স্ক হওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মূল বিষয় নির্ভর করে এই বার্ধক্যকে কে কীভাবে গ্রহণ করছে তার উপর। আবার বার্ধক্যকে ব্যক্তি কীভাবে গ্রহণ করছে তা নির্ভর করে তার আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর। তিনি নিজের উদাহরণ টেনে বলেন, আমি কারও উপর নির্ভরশীল নই তাই নিজেকে কখনও অসহায় মনে করি না কিংবা আমার পরিবার ও আশেপাশের মানুষও আমাকে অসহায় মনে করে না অথচ আমার বয়সী অনেক নারীকেই আমি অসহায় জীবন যাপন করতে দেখি। তিনি আরও বলেন, ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয় তাহলে সে খানিকটা অসহায় বোধ করে কিন্তু ব্যক্তি যদি কারো উপর নির্ভরশীল না হয় তাহলে সে তার সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বার্ধক্যকে পার করতে পারে যেমন আমি করছি।

"বার্ধক্য হচ্ছে দ্বিতীয় শৈশব"

এই অভিব্যক্তিটি আমার অনেক উত্তরদাতার। তাঁরা মনে করেন বার্ধক্যে উপণীত হলে একজন মানুষ আসলে শিশু হয়ে যায়, তার 'নতুন জন্ম' ঘটে; তখন একজন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসে। কিন্তু স্বাভাবিক এই পরবির্তনকে পরিবার ও সমাজ কেউই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। পরিবার ও সমাজের কাছে বয়স্ক মানুষ মানেই বাতিল হওয়া মানুষ বলে গণ্য হয়। বয়স্ক হয়ে গেলেই তার শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান সব মাটি হয়ে যায়। অথচ বৃদ্ধদের সাথে ভালো আচরণ করার কথা সকল ধর্মেই বলা আছে। সকল ধর্মেই পিতা-মাতা, গুরুজনকে সম্মান করার কথা বলা হয়। পিতা-মাতা সন্তানকে শৈশবে যেভাবে লালন-পালন করেছে বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাকেও সেভাবে দেখভালের কথা বলা হয়। বার্ধক্যের এই শৈশব সময় কেমন কাটবে তা নির্ভর করে 'সম্পর্ক' এর উপর অর্থাৎ বাবা-মার সাথে সন্তানের সম্পর্ক, স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক, ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক, এ সকল সম্পর্কের ধরন ও মাত্রার উপর নির্ভর করে ব্যক্তির বার্ধক্যের যাপিত জীবন।

"জীবনে বার্ধক্য যদি না আসত তাহলে খুশি হতাম"

এটি অনেক উত্তরদাতার একটি সাধারন ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। প্রবীণ জীবন-যাপনকে যাঁরা পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার সামিল মনে করেন তাদের মন্তব্য এটি। তাঁরা

মনে করেন জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর সময় হচ্ছে এটি কারণ এ সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি একাকীত্বে ভোগে। বৃদ্ধ হলে ছেলেমেয়েরা সময় দিতে পারে না, সবাই নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধমক দিয়ে কথা বলে, খারাপ আচরণ করে। বার্ধক্য হল এমন একটি সময় যখন বৃদ্ধ মানুষের যুক্তিসংগত কথাও অন্যের কাছে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে 'প্যাচাল' মনে হয় এবং অগ্রহণযোগ্য হয়। বৃদ্ধদের তখন মানুষ অপ্রয়োজনীয় মনে করে অবহেলা করে তাই জীবনে বার্ধক্য না আসাই ভাল।

"৫০ উর্ধ্ব হয়েও আজ আমি বৃদ্ধ না"

বার্ধক্য সম্পর্কে জানতে চাইলে দুই সন্তানের জনক আমার এক উত্তরদাতা (৫০) আমাকে এই উক্তিটি করেন। তিনি হাসতে হাসতে বলেন আমার বয়স ৫০ কিন্তু আমি নিজেকে বয়স্ক মনে করি না এমনকি আমার আশেপাশের কেউও আমাকে বয়স্ক মনে করে না কারণ আমার দুই ছেলেমেয়ে এখনও বড়ই হয়নি, আমার বড় ছেলের বয়স ৮ বছর আর ছোট মেয়ের বয়স ৩ বছর। এখন আমার অনেক দায়িত্ব, ছেলেমেয়েদের মানুষ করা, তাদের ভাল বিয়ে দেয়া ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন আমার কাছে বয়স্ক হওয়া মানে সংসারের দায়-দায়িত্ব ছেলেমেয়ের হাতে তুলে দেওয়া।

"দাদী-নানী হয়ে যাওয়া মানেই তো বুড়ো হওয়া"

বার্ধক্য সম্পর্কে উত্তরদাতার (৪৮) এ ধরনের মন্তব্য প্রমাণ করে বার্ধক্য বিষয়টি কতটা প্রেক্ষাপট নির্ভর। তিনি আরও বলেন আমার বয়স ৪৮ কিন্তু আমার বিয়ের আগে হওয়ায় আমার ছেলেপুলেও আগে হয়েছে আর আমি নানীও হয়েছি আজ থেকে ২ বছর আগে। এখন আমার সাংসারিক কোন ঝামেলা নাই কারণ ছেলেমেয়ে সব বড় হয়ে গেছে তাদের বিয়ে-শাদী হয়ে গেছে, নাতী-নাতনীদের সাথে হাসি-আনন্দে কাটছে আমার জীবন। আজ থেকে ২ বছর আগেই মূলত আমার বুড়ো জীবনের শুরু হয়। এখন আমার জীবনে তেমন কিছু চাওয়ার নাই। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন কাছাকাছি থাকলে খোঁজ-খবর রাখলে ভালো লাগে। সংসারের দায়-দায়িত্ব যেহেতু কম সেহেতু সবাইকে নিয়ে হাসি আনন্দে জীবন কাটাতে পারলেই ভাল লাগে ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় বার্ধক্য ধারণায়নের ক্ষেত্রে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে পরিবারে ব্যক্তির অবস্থান বার্ধক্য নির্মাণে ভূমিকা রাখে। Gardner (2008) দেখান ব্যক্তির বয়স্ক হওয়ার প্রক্রিয়া শুধুমাত্র সে কোন স্থানে রয়েছে তার উপর নির্ভর করে না বরং তাঁর আশেপাশে যারা আছে তাদের সাথে তাঁর সামাজিক সম্পর্কে, পরিচিতির উপরও নির্ভর করে। এথনোগ্রাফিক তথ্যের ভিত্তিতেও দেখা যায় যে, একজন ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন পরিবারে তাঁর অবস্থান যদি দাদা-দাদী (Grandparants) হয় তাহলে সে নিজেকে বৃদ্ধ ভাবতে শুরু করে এবং সমাজ ও তাকে বৃদ্ধ ভাবতে শুরু করে আবার, সমাজ কর্তৃক বার্ধক্য সম্পর্কে যে লেবেলিং তা প্রবীণ ব্যক্তিকে হতাশাগ্রস্থ করে তোলে, যে কারণে কেউ কেউ বার্ধক্যকে অসুখ, জীবনের শেষ স্তর হিসেবে চিহ্নিত করেন। কেউ বা আবার জীবনে বার্ধক্য না আসাকেই শ্রেয় মনে করেন। সে যাই হোক ব্যক্তির বার্ধক্যের ধারণায়নের সাথে সাথে পরিবারে তার ভূমিকাও চিহ্নিত হয় অর্থাৎ, মুরুব্বী হিসেবে পরিবারে তার মতামত গুরুত্ব পায় এবং পরিবারে তার অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করা হয় তবে এক্ষেত্রে

শ্রেণী, লিঙ্গভেদে ব্যক্তির প্রতি আচরণ ভিন্ন হয় এবং তার প্রতি প্রত্যাশিত আচরণও ভিন্ন হয়। অর্থাৎ, বার্ধক্য ধারণায়নের সাথে স্থান, সময়, পরিবার ব্যক্তির অবস্থান, এ বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপসংহার

প্রথাগতভাবে প্রবীণ ব্যক্তিকে দেখা হয় 'অসহায়'; 'একাকী' , 'নিষ্ক্রিয়' মানুষ হিসেবে যদিও বার্ধক্য হিসেবে মানব জীবনে সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত কোন স্তর নাই তথাপি প্রবীণ ব্যক্তির ন্যায় বার্ধক্যকেও দেখা হয় এমন একটি অভিজ্ঞতা হিসেবে যে সময় প্রবীণ ব্যক্তি কোন না কোনভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ প্রবন্ধে বার্ধক্যকে কিভাবে ধারণায়িত করা হয় তা বুঝতে চাওয়া হয়েছে। বার্ধক্য শুধুমাত্র জৈবিকভাবে নির্ধারিত কোন বাস্তবতা নয় এবং এটি নির্ভর করে প্রবীণ ব্যক্তির পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক পরিচিতির ওপর। ফলে, প্রবীণ সাংস্কৃতিকভাবে অসহায় কোন সত্তা নয় বরং প্রবীণের পরিচয় গড়ে ওঠে তার সামাজিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। তাই বার্ধক্যও খুব প্রেক্ষাপট নির্ভর যা আদল পায় প্রবীণদের বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা দ্বারা।

এই প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলোকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যে কারণে বার্ধক্যকে শুধুমাত্র জৈবিক পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, সমাজ এবং খোদ ব্যক্তি কীভাবে আত্মস্থ করে তা বুঝতে চাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হল যে, প্রতিষ্ঠান ভেদে, ব্যক্তি ভেদে বার্ধক্যকে ধারণায়নের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বিদ্যমান। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন- জাতিসংঘ, Help Age International-এর কাছে ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে বার্ধক্য একটি 'সমস্যা' হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তারা বার্ধক্যকে নির্মাণ করে জৈবিকতার ভিত্তিতে অর্থাৎ, বয়স ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণমূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে। কিন্তু বার্ধক্যের এ জাতীয় নির্মাণ সমস্যাজনক, কেননা বার্ধক্যকে বয়সের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে বার্ধক্যের সাথে যুক্ত অপরাপর বিষয়সমূহ আড়াল হয়ে যায়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায় খোদ রাষ্ট্রই বার্ধক্য নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বয়সকে নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়নি পাশাপাশি, রাষ্ট্রকর্তৃক বার্ধক্য ও প্রবীণ এর ধারণায়নে যে মনোভাব পরিলক্ষিত হয় তাও সমস্যাজনক। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিমালায় বার্ধক্যকে বিভিন্ন বয়সের সাপেক্ষে সংজ্ঞায়ণ করা হয় যেমন- অবসর গ্রহণের সময়কাল হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠানভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তেমনিভাবে আবার বয়স্ক ভাতার ক্ষেত্রে বার্ধক্য নির্ধারণে আরেক রকম বয়সকে চিহ্নিত করতে দেখা যায়। আবার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবীণদের 'অক্ষম' ও প্রতিবন্ধীদের সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করবার প্রবণতা একভাবে প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যকার বৈচিত্রতাকে আড়াল করে। ফলে, বার্ধক্যের বয়ানে প্রবীণ ব্যক্তিকে এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যাতে দেখানো হয় প্রবীণ ব্যক্তি মাত্রই 'অসহায়' ও 'অক্ষম'। এভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সাধারণীকরণ করার কোন অবকাশ নাই, কেননা বার্ধক্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয় যেহেতু সকল প্রবীণ ব্যক্তির আচরণ এক নয় এবং ঠিক কখন থেকে বার্ধক্য শুরু হবে তাও বলা সম্ভব নয়। এছাড়া মনে রাখবার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল যে, বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবন-যাপন এবং মর্যাদা বিভিন্ন সমাজের মধ্যে এমনকি একই সমাজের মধ্যেও বিভিন্ন হয় যা এথনোগ্রফিক তথ্য থেকে পরিলক্ষিত। তাই বার্ধক্যকে শুধুমাত্র জীবনের একটি শেষ

পর্যায় হিসেবে বিবেচনা না করে বৃদ্ধদের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাঁদের জীবন অভিজ্ঞতা ও তাঁরা তাঁদের জীবনের অর্থবহতাকে যেভাবে বোঝেন তার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

আল-ফারুক, এম, এস (১৯৯৪). *পেনশন এন্ড রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস্*। ঢাকা আরা পাবলিকেশন্স।

রহমান, এ, এস, এম, আতীকুর (১৯৯৯). বাংলাদেশে বার্ধক্যের বিভিন্ন দিক। *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*। ৩৭(১, ২)।

রহমান, এ, এস, এম আতীকুর ও উদ্দিন, মোঃ ফরিদ (১৯৯৯). বাংলাদেশের প্রবীণদের সমস্যা: একটি সামাজিক বিশ্লেষণ। *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*। ৩৬(১, ২)।

সাহা, সব্যসাচী (২০০২). *সামাজিক জরাবিজ্ঞান*। আলীগড় লাইব্রেরী।

Abedin, Samad (1999). Social and Health Status of the Aged Population in Bangladesh. *Paper-4*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue.

Achebaum. W. Aidrew (1978). *Old Age in the New Land.* Baltimore: Johnhopkins University Press.

Aries, Philippe (1979). *Centuries of childhood.* Penguin Books Publisher.

Bangladesh Bureaus of Statistics (2003).

Bangladesh Cencus (2001).

Blaikie, Andrew (1999). *Ageing and Popular Culture.* Cambridge University Press

Burgess, Ernest. W. ed (1966). *Ageing in Western Societies.* University of Chicago Press.

Country Report of Bangladesh (2007).

F Silva, L. R. (2008). From Old Age to Third Age: The Historical Course of the Identities Linked to the Proces of Ageing. *Hist. Science, Saude-Manguinhos*, 15 (1).

Gardner, K. (2008). Migration and the Life Course: Some Cases from Bangladesh. *Nrvijnana Patrika, Journal of Anthropology.* 13, pp. 183-208.

Hazan, H. (1994). *Old Age Constrvction and Deconstretion*, Cambridge University Press.

Help Age International (2007). *Age Demands Action in Bangladesh: Progress on the implementation of the MIPAA*, Help Age International.

Jason, P. & Biggs, S. (2003). Foucauldian Gerontology: A Methodology for Understanding Aging. *Electronic Journal of Sociology*. 17.

Jason, P (2004). *Rethinking Geronotology: Focault, Surveillance and the Positioning of Old Age.* Sincronia summer 2004.

Knodel, J. and Debavalaya, N. (1997). Living Arrangements and Support Among the Elderly in South-East Asia: An Introduction. *Asia-Pacific Population Journal.* 12(4), ESACAP.

Lyotard, J. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Manchester: Manchester University Press.

Mahmood, R.I. and Islam, ABM Shamsul (2000). *Social Policies for Elderly in Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies.

Poverty Alleviation, Human Resource Development and Ministry of Social Welfare (2007). Government of Bangladesh Report, p.75

Rahman, A S M Atiqur (2003). Ageing- its Past, Present and Future. *Bangladesh Journal of Geriatries.* 37-39 (1, 2), Dhaka: BAAIGAM.

Rahman, A.S.M. Atiqur (1999). Population Ageing in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Geriatrics.* 37(1, 2), Dhaka: BAAIGAM.

Rubinstein, R.L. ed. (1990). *Anthropology and Aging.* The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Schwar (1986). *Never Satisfied: A Cultural history of Diets, Fantasis & Fat.* New York: The Free Press.

United Nations (2002). *World Population Againg 1950-2050.* Population Division, DESA, United Nations.

US Department of Census (1996).